NGDO
National Grassroots Disability Organization

National Council of Disabled Women (NCDW)

Disability Bangladesh

ADD
Action on Disability and Development

NFOWD
জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

actionaid

9843000018328

জাতিসংঘ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

এবং

ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

বাংলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ প্রসঙ্গ

প্রেক্ষাপট

২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। সারা দুনিয়ার বৈষম্যপীড়িত প্রতিবন্ধী মানুষ আর তাদের অধিকার আন্দোলনের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঐদিন ৬১তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদন করে। সাধারণ কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা হতে পারে— কেন প্রয়োজন হলো আরেকটি মানবাধিকার সনদের? ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় তো সকল মানুষেরই অধিকারের কথা ছিল। মানুষের মুক্ত হবার অধিকার, দাসত্ব বিলোপ, ভোটের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, কাজের অধিকার, মানসম্মত জীবন যাপনের অধিকার, আইনের আশ্রয় ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, ছিল বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার। এর পরও জাতিসংঘকে আলাদা করে একগুচ্ছ চুক্তি আর সনদ তৈরি করতে হয়েছে- দাসত্ব বন্ধ করতে, বর্ণবৈষম্য রোধ করতে, নির্যাতন রোধ করতে, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার অর্জন করতে, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করতে, শিশুর অধিকার সুরক্ষায়। অভিজ্ঞতা বলে, গড়পড়তা চুক্তিগুলো যখন জনগণের কোন সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার সুরক্ষায়, অথবা নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠির মানবাধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, তখনই এইসব আলাদা-আলাদা বিশেষায়িত মানবাধিকারের আইনগুলো তৈরি হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার দুঃখজনকভাবেই এ যাবৎ কোন বিশেষায়িত দলিলেও স্থান পায়নি। ফলে, এই সনদের আগেও জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালকে **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ** ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত বিশ্ব কর্মসূচি** গ্রহণ করে। ১৯৮৩-১৯৯২ পর্বে **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দশক**, ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে **প্রমিত বিধি (স্ট্যান্ডার্ড রুলস্)** গ্রহণ করে। এর পরও দেশে-দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সম-অধিকার, সম-মর্যাদা আর বৈষম্যমুক্ত জীবন কেবলই 'দান-খয়রাত' আর 'কল্যাণের' পাকে-চক্রে বন্দী রয়ে গিয়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষের আন্দোলনের জোয়ার স্বতন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন তৈরির প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে।

চরম উপেক্ষা, দারিদ্র আর প্রান্তিকতার শিকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিত করতে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ তৈরির জন্য এড-হক কমিটি গঠনের জন্য মেক্সিকো প্রস্তাব করে। সদস্য দেশসমূহের সম্মতিক্রমে বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির মানবাধিকার প্রশ্নের প্রতি সাড়া দিয়ে জাতিসংঘ একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সনদের উদ্যোগ হাতে নেয়। এড-হক কমিটি সনদের খসড়া তৈরি ও চূড়ান্ত করতে সাতটি বৈঠক করে ২০০২ থেকে একটানা ২০০৬ অব্দি। একশ চল্লিশটি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, একশরও বেশি প্রতিবন্ধিতা অধিকার সংগঠন, এনজিও, সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠন এই খসড়া তৈরি, বিতর্ক, মতামত প্রদান ও তা চূড়ান্ত করবার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। সনদ প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

দেরিতে হলেও বাংলাদেশ এই সনদ তৈরির প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ২০০৪ সালে ঢাকায় খসড়া সনদের 'ব্যাংকক ড্রাফট' নিয়ে জাতীয় কর্মশালা হয় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, একশনএইড ও ইউএনএসকাপের আয়োজনে। সরকারের প্রায় বিশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এতে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এড-হক কমিটির সভায় বাংলাদেশের, বিশেষ করে বেসরকারি সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০০৫ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন (সুইডেন-ডেনমার্ক), জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং একশনএইড বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে। প্রতিবন্ধী শিশুর স্বপ্নের পৃথিবীর খসড়া নিয়ে দুজন শিশু নাজমা আকতার ও নাজমুল হুদা রুবেল এড-হক কমিটির সপ্তম সভায় যোগ দেয়। শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) তো আছেই, এরপরও কেন শিশুদের কথা আসতে হবে প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে— এই প্রশ্নের সুরাহা হয় ওই সভার পর। প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশ্বসভায় জানিয়ে দিল, শিশু সনদ মূলত সংখ্যাগুরু অ-প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সুরক্ষার কাজেই লেগেছে। সারা দুনিয়াতেই চরম বৈষম্য আর অবহেলার শিকার প্রতিবন্ধী শিশুরা। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এডিডি ও জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ও স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে কর্মশালা ও মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম এড-হক কমিটির সভার সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এর পর নারী-পুরুষ সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন দলের সাথে, তাদের অধিকার আন্দোলনের স্বপক্ষের মানুষদের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা আয়োজন করে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। বিষয়টি নিয়ে জনওকালতি, দেন-দরবার করে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সাথে। অষ্টম এড-হক কমিটির সভায় যোগ দেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদল। নেতৃত্ব দেন জনাব মনসুর আহমেদ চৌধুরি। এই সভায় বাংলাদেশ অবস্থান নেয় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আলাদা নিবাস বা আশ্রমের বিপক্ষে, পরিবারের সাথে বসবাস ও সমতার ভিত্তিতে বেড়ে ওঠার অধিকারের স্বপক্ষে। এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিকার, প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার বিষয়ক ধারাসহ সনদের ভূমিকায় একটি অনুচ্ছেদে অবদান রাখে বাংলাদেশ।

কী আছে এই সনদে

একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে এই সনদ। সারা দুনিয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষদের 'অসহায়', 'রোগী', 'অসম্পূর্ণ আর সমস্যা' ধরে নিয়ে তাদের প্রতি গড়ে ওঠা দাদাগিরির সংস্কৃতি, সেবার নামে বাড়াবাড়ি, বৈষম্য, উপেক্ষা, দমন-পীড়ন আর নির্যাতনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা প্রতিবাদ ও সমান অধিকারের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে গৃহীত হয়েছে এই সনদ। ৫০টি আবশ্যিক ধারা ও ১৮টি ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সম্বলিত একটি পূর্ণ মানবাধিকার আইন এটি। সনদের কাঠামোটি মূলত এরকম : প্রথমে রয়েছে ভূমিকা। ভূমিকায় জাতিসংঘের পূর্বতন সকল মানবাধিকার চুক্তি, ঘোষণা ও নির্দেশনার প্রতি পুনর্বার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে এই সনদের প্রাসঙ্গিকতা। ১ থেকে ৫ নম্বর পর্যন্ত সাধারণ ধারায় বর্ণিত হয়েছে সনদের উদ্দেশ্য; প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য, প্রতিবন্ধী মানুষ কারা তার ঠিক সংজ্ঞা নয়, বরং

একটি সামাজিক বর্ণনা রয়েছে এখানে; যোগাযোগ, ভাষা, প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ, সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা— এই বিষয়গুলোর অধিকার-দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা, সনদের সাধারণ মূলনীতি, বাধ্যবাধকতা এবং সমতা ও বৈষম্যহীনতার ধারাগুলো রয়েছে। নির্দিষ্ট কতিপয় জনগোষ্ঠি, যেমন প্রতিবন্ধী নারী ও শিশু এবং বিশেষ পরিস্থিতির, যেমন দুর্যোগ, ঝুঁকি, মানবিক জরুরি পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ধারা ৬, ৭ ও ১১ তে। এই সনদের জন্য সুনির্দিষ্ট ধারা ৮ : সচেতনতা বৃদ্ধি ও ধারা ৯ : সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার। এরপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ২৯ নম্বর ধারাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩০ নম্বর ধারাগুলোতে। সনদের বাস্তবায়ন বিষয়ে বলা হয়েছে ৩১, ৩২, ৩৭, ৩৮ ও ৪০ নম্বর ধারায়। সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটরিং এর কথা বলা হয়েছে ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৯ নম্বর ধারাসমূহে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের এই সনদের লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ চর্চার প্রসার, সুরক্ষা ও সুনিশ্চিতকরণ। তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করা।

সনদে "প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য" বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে : প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেকোন ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। কল্যাণকর্ম কিংবা শরীরের তথাকথিত 'ত্রুটি' দূর করা নয়, বরং সামাজিকভাবে তৈরি হওয়া এই বৈষম্য সামাজিকভাবেই দূর করতে হবে। এর জন্য চাই দৃষ্টিভঙ্গির বদল আর পূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সমাজের প্রগতিমুখী রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এই প্রশ্ন। সনদের মূলনীতিতে সুস্পষ্ট করে ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা, বৈষম্যহীনতা, পূর্ণ ও কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা, সুযোগের সমতা, সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার, নারী-পুরুষের সমতা, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থ্য এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্থান পেয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা

প্রতিবন্ধিতার সামাজিক কাঠামো (সোশাল মডেল) নামের যে ঘরাণা অধিকার-ভিত্তিক কর্মপন্থার পথ দেখিয়েছে, সনদের অবস্থান তারই পক্ষে। ফলে মেডিক্যাল কিংবা কল্যাণের কাঠামো বা ঘরানা এখন এক কথায় সেকেলে, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশেও নানান অজুহাতে প্রতিবন্ধী মানুষের মানবাধিকার খণ্ডিত, কোণঠাসা। যেসব আইন আর নীতি রয়েছে, সেসবের অবস্থান ও বিশ্লেষণ এমন যেনবা 'দয়া'ই এতশত বৈষম্যের সমাধান করবে। অথচ কল্যাণ বা দয়ার এই কাঠামো মানুষকে পরনির্ভর করে রাখে, খর্ব হয় মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার। সামাজিক এই অসমতা ঐতিহাসিক কালের। যুগে যুগে

অপ্রতিবন্ধী মানুষ ও তাদের প্রতিষ্ঠান 'কল্যাণ' করেছে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য। 'চিকিৎসা' দিয়েছে, 'সারাই' করেছে, 'ভাল' করতে চেয়েছে। এত দিন ধরে এই ধারা চলে এসেছে। প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার আন্দোলন এই ধারা মেনে নেয়নি। জানিয়ে দিয়েছে, এটা অন্যায়! পেশাজীবীর কায়েমী স্বার্থ, অসহিষ্ণুতা, দাপুটে প্রতিষ্ঠানের 'কল্যাণ-প্রচেষ্টা', অধীনস্ত করবার রাজনীতি আর কল্যাণের নামে মহান সাজার খোলস থেকে হাড়-গোঁড়-শুদ্ধ বের করে এনেছেন তাঁরা। কল্যাণ আর 'চিকিৎসা-অত্যাচারে' প্রতিবন্ধী মানুষ উন্নয়ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে, সামাজিক জীবন ও উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এই অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে একানব্বইতম রাষ্ট্র হিসেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আইনী অধিকার ও রাষ্ট্রের আইনী বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে অষ্টম শরীক রাষ্ট্র হিসেবে। নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই সনদে অনুস্বাক্ষর সেই দায়িত্বেরই পুনর্ব্যক্তি। বাংলাদেশের মহান সংবিধানে মানুষে-মানুষে সম-অধিকার, সম-মর্যাদার অঙ্গীকার পূরণ থেকে বাদ-পড়া মানুষদের অধিকারেরই পুনর্স্বীকৃতি এই সনদে অনুস্বাক্ষর। এর মাধ্যমে দেশের সকল প্রতিবন্ধী মানুষের, তথা সারা দুনিয়ার দশ শতাংশ উন্নয়ন-অধিকার-বঞ্চিত মানুষের সম-মর্যাদার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল বাংলাদেশ। ইতোমধ্যেই সনদটি প্রত্যাশিত সমর্থন অর্জন করে ৩ মে ২০০৮ হতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে। এখন থেকে বাংলাদেশকে প্রতি দু'বছর অন্তর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার অর্জনের অগ্রগতি প্রতিবেদন সনদের কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশ ১২ মে ২০০৮ এ ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানেও অনুস্বাক্ষর করেছে। এই অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। এখন থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় স্থানীয় পর্যায়ে কোন প্রতিকার না মিললে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি এই সনদের কমিটি বরাবর অভিযোগ দায়ের এবং তার প্রেক্ষিতে কমিটি ঐচ্ছিক বিধিবিধানের শরীক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবে।

যাত্রা হল শুরু

জাতিসংঘের কোন চুক্তি বা সনদের রয়েছে হাজারো সীমাবদ্ধতা আর সমালোচনা। তা সত্ত্বেও এটিই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার শীর্ষ দলিল। ফলে এর বারতা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। মানবাধিকারের এই দলিলকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাই আমরা। সকল মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে। ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে সকলে ব্যবহার করতে পারে এর আলো। প্রতিবন্ধী মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা তৈরি করতে হবে। প্রতিবন্ধী মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হবে নতুন ধারণা আর জ্ঞানের। নতুন অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের আলোকে গড়ে উঠবে মানবাধিকারের নতুন ভাষা। মানবাধিকারের অপূর্ণতা যাবে ঘুচে। সনাতনী, অধীনস্ত করে রাখার অধিপতির ভাষা, চিন্তা, চর্চা বদলে দেবার ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনাময় এই দলিল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাংলায় এই অনুবাদ সেই দীর্ঘ কাজের সূচনা ঘটালো মাত্র।

মাহবুব কবীর
আহ্বায়ক, জাতিসংঘ সনদ বিষয়ক উপ-কমিটি, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

ভূমিকা

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ,

(ক) জাতিসংঘ ঘোষণার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,

(খ) স্বীকৃতি দেয় যে জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষণা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসকল সনদ ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারি,

(গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তনির্ভরশীলতা ও আন্তসম্পর্ক এবং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এগুলোর পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে,

(ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন আছে,

(ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে,

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের সমতাবিধান সংক্রান্ত প্রমিত বিধিতে (স্ট্যান্ডার্ড রুলস) বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূলস্রোতে নিয়ে আসবার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়,

(জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ব্যক্তি-মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লংঘন,

(ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়,

(ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

(ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, বিভিন্ন আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লংঘিত,

(ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে; মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে,

(ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচী-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত,

(ত) জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গীয়, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের কারণে, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠিগত, উৎপত্তিগত, সম্পত্তিগত, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখী ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে,

(থ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শই অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক আঘাত বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে,

(দ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে,

(ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়,

(ন) বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর দারিদ্রের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

(প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষাব্যবস্থার[২] বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশী দখলদারিত্বের সময়ে,

(ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করবার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে তারা অবকাঠামোগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সুযোগ সুবিধা পায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে,

(ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রসার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে,

(ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সম অধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত,

(ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুন্নত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ

[২] Human rights instruments

আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামাজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সম-সুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে,

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে এই মর্মে একমত যে,

ধারা-১
অভীষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

ধারা-২
সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

"যোগাযোগ" বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্য রূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, সহজে ব্যবহারোপযোগী[৩] কম্পিউটার-ভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম; সেইসাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর মাধ্যম, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

"ভাষা" বলতে বুঝাবে বাচনিক ও ইশারা ভাষা এবং অন্যান্য ধরণের অবাচনিক ভাষা;

"প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য" অর্থ হল প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেকোন ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায়

[৩] accessible

প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণের[৪] প্রত্যাখ্যান করাসহ সকল ধরণের বৈষম্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

"প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ" বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করা;

"সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা"[৫] বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোন রকমের অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার-উপযোগী হবে। এই "সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা" প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণকে বাদ দিয়ে প্রণীত হবে না।

ধারা-৩
সাধারণ মূলনীতি

এই সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

[৪] reasonable accommodation এর কিছু বাংলা প্রতিশব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার হলেও বলতে গেলে এর কোনটিই যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে না। প্রতিবন্ধিতা অধিকার আন্দোলনে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এই ধারণাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে সনদেই বলা আছে। তবে ইংরেজী থেকে এক কথায় প্রকাশ করা যথেষ্ট সহজ নয়। ধারণাটির সাথে মিল রয়েছে জেন্ডারের আলোচনায় practical gender needs এর সাথে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এনে তার স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশে পরিবর্তন-পরিমার্জন করা, যাতে সে বিনা-বাধায় সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার অন্যদের মতই সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। এতে করে তার জন্য বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছন্দ ও উপযোগী পরিবেশ তৈরি হবে। এটা না হওয়া অব্দি অ-প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিষ্ঠা করা ভাষা 'ওরা পারে না', 'পারবে না'–এসব চলতেই থাকবে। অ-প্রতিবন্ধী মানুষের তৈরি বিদ্যমান পরিবেশে পদে পদে বাধাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী মানুষ তার মত করে দুনিয়ার যে পরিবর্তন চায়, তার উপযোগী পরিবেশ গড়তে চায়, সনদে সেই দাবিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

[৫] universal design কে কেউ কেউ সার্বজনীন নকশা বলে থাকেন। তবে এটি একটি পরিকল্পনার ধারণা। এই পরিকল্পনা মানুষের সকল ভিন্নতা এবং ভিন্ন-ভিন্ন চাহিদার কথা মনে রাখবে। কেবল ইমারত নির্মাণ নয়, সকল পরিকল্পনা যেন এই বৈশিষ্ট্যের হয়।

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী পুরুষের সমতা;

জ) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থ্যের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ধারা-৪
সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনরকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও তার উন্নয়ন বিবেচনা করা;

ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা;

ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) এই সনদের ২ নম্বর ধারার বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে; এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে সকলের জন্য উপযোগী নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির দিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা বা গবেষণায় উৎসাহ দেয়া ও উন্নয়ন করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাচলের সহায়ক উপকরণ, যন্ত্র ও সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ সহজলভ্য ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা;

জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সহজলভ্য ও সহজে বোধগম্য তথ্যাবলি সরবরাহ করা;

ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিতকৃত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বিষয়ে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র, উত্তরোত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য, এই সনদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুন্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভেতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের সংশ্লিষ্টতাও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে ।

৪. এই সনদের কোন কিছুই কোন শরীক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোন ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কোন আইন, সনদ, বিধান বা রীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত কোন মৌলিক মানবিক অধিকার, এই সনদের কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, যা এই সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে এই অজুহাতে তার উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের বিধিবিধান কোন রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের[৬] সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

[৬] Federal States অর্থে।

ধারা-৫
সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকারি।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যেকোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা বর্ধন বা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা।

ধারা-৬
প্রতিবন্ধী নারী

১. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লিখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৭
প্রতিবন্ধী শিশু

১. প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন অন্যান্য শিশুদের মতই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র সকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে, অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

ধারা-৮
সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরীক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) পরিবার পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক সকল ধরণের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে;

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শীতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করবে;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উৎসাহিত করবে।

ধারা-৯
সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে শরীক রাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্ত অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা; যা অপরাপর সকল বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা।

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবাসমূহ।

২. এছাড়াও শরীক রাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি ও প্রচার এবং পরিবীক্ষণ করবে;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমূহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সঙ্কেত স্থাপন করবে;

ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করবে;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত করবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহার উৎসাহিত করবে;

জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য[৭] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিকল্পনা[৮], উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করবে, যেন তা ন্যূনতম খরচে পাওয়া যায়।

ধারা-১০
জীবনের অধিকার

শরীক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যান্যদের মত পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-১১
ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১২
সমান আইনী স্বীকৃতি

১. শরীক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[৭] accessible অর্থে।
[৮] design অর্থে।

৪. শরীক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে। এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যূনতম সম্ভব সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষিত হয় তাও নিশ্চিত করবে। যেসকল ব্যবস্থাদি ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়।

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারি হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরণের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মত সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৩
সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্যপ্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনী কার্যপ্রণালীতে তাদের কার্যকর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যান্যদের মত সমতার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৪
ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন :

ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

খ) বেআইনিভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন তারা স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতা খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না;

২. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যান্যদের মতই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ধারা-১৫
নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোন ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোন ব্যক্তিকেই তার স্বেচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবেনা।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যেকোন নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোন আচরণ বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য শরীক রাষ্ট্র অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সবধরণের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৬
শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সব ধরণের শোষণ সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারিদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেইসাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ও প্রতিবন্ধিতা-ভিত্তিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল।

৩. শরীক রাষ্ট্র সকল ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৪. যেকোন ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে শরীক রাষ্ট্র সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুনরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র সমুন্নত রাখে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা সনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিচার নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র নারী ও শিশু-বান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

ধারা-১৭
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার আছে।

ধারা-১৮
চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের চলাচলের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) যেকোন জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা না হয়;

খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোন কাজে যেমন বিদেশ গমনে ব্যবহার করতে বঞ্চিত না হন;

গ) নিজের দেশসহ যেকোন দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;

ঘ) জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন;

২. প্রতিবন্ধী শিশুরা জন্ম গ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে, জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং যতদূর সম্ভব, মাতাপিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

ধারা-১৯
স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ, অন্যান্যদের মত সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সম-অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পূর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ একীভূতিকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং তারা কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন তা অন্যান্যদের মত সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোন বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন।

খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহ-ভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামূলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকবে। এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

ধারা-২০
ব্যক্তির চলাচলের অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারেন, শরীক রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যেসমস্ত

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মত এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;

খ) মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঘ) যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

ধারা-২১

মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, শরীক রাষ্ট্র তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সঙ্গে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারনা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারেন সে জন্যও এই সনদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক) সর্বসাধারনের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার-উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মত ও সম-মূল্যে প্রদান করা;

খ) দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারা ভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরণ ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

গ) ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

ঘ) গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারিদেরকে তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

ঙ) ইশারা ভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

ধারা-২২

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

১. বসবাসের স্থান কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার গৃহে, পরিবারে বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরণের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ অথবা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরও কোনরূপ বে-আইনী আক্রমণ করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরণের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

ধারা-২৩

গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

ক) বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী ব্যক্তির মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়;

গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরণের অন্য যেকোন বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুদের পারিবারিক জীবনলাভের সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা,

তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে।

৪. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে কোন শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতার যেকোন জনের বা উভয়ের কিংবা শিশুর যে কারোর প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৫. কোন প্রতিবন্ধী শিশু তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে শরীক রাষ্ট্র শিশুটিকে বৃহত্তর পারিবারিক গণ্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৪
শিক্ষা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল স্তরে একটি একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে, যার উদ্দেশ্য হবে :

ক) মানুষ হিসাবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্ম-মূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে :

ক) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তি যেন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মত সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

গ) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়;

ঘ) সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়;

ঙ) সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৩. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসেবে পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। এই লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক) ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও শৈলীর ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়-পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;

খ) ইশারা ভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;

গ) যেসকল ব্যক্তি, বিশেষত যে সকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা সর্বোচ্চ শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য যোগাযোগের বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও শৈলীর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

ধারা-২৫
স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্যমানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুনর্বাসনসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে শরীক রাষ্ট্র :

ক) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরণ, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিৎ শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

গ) গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ-এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মত সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঙ) স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

চ) প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা প্রদানে বৈষম্য বিলোপ করবে।

ধারা-২৬
আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায়

রাখতে পারে, শরীক রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র বিশেষত স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সর্বসমন্বিত আবাসন ও পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালি করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

ক) যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা-আলাদা ব্যক্তিচাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহুমাত্রিক-জ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়;

খ) সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং এই সেবা ও সুবিধাসমূহ যেন গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. শরীক রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

ধারা-২৭
কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে-নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে মুক্তভাবে পছন্দকরা কিংবা শ্রম বাজারে ও কর্ম পরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং তাদের জন্য উপযোগী কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। শরীক রাষ্ট্র আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতা অর্জনকারিদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে, এর সাথে আছে :

ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরির চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশসহ সকল ধরণের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

খ) সম সুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল

পরিবেশ পেতে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহে, কর্মনিযুক্তি পরিষেবায় এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেইসাথে চাকুরি অনুসন্ধান, প্রাপ্তি, বহাল থাকা এবং পুনর্নিযুক্তিতে সহায়তা দেবে;

চ) আত্ম-কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসায় চালু করবার সুযোগ সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরি খাতে নিয়োগ দান করবে;

জ) ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রম বাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন উৎসাহিত করবে;

ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পুনর্বাসন, কর্মে ধরে-রাখা এবং পুনরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি উৎসাহিত করবে;

২. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হতে সুরক্ষিত।

ধারা-২৮
সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র

ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের সন্তোষজনক মানের ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। শরীক রাষ্ট্র এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষাকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সেজন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিষেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্র-পীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণ-আবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ও কর্মসূচিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

ধারা-২৯
রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মতই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :

ক) নিশ্চিত করবে যে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসরি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে রাষ্ট্র :

(১) নিশ্চিত করবে যে, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী;

(২) কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচনে ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার অধিকার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

(৩) নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামত প্রকাশ এবং এই লক্ষ্যে, যেখানে প্রয়োজন, তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

খ) সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জন-জীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জন-জীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, এর মধ্যে রয়েছে :

(১) বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

(২) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান।

ধারা-৩০
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। শরীক রাষ্ট্র উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ :

ক) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে;

খ) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান যেমন- মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিষেবা এবং যতটা সম্ভব, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়, সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার বিকাশ ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৩. শরীক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণ ব্যবহারে ও উপভোগে কোনরূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারা ভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠির সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে শরীক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটন স্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

ঘ) অন্যান্য শিশুদের মতই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিষেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩১
পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

১. এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শরীক রাষ্ট্র নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

খ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২. এই ধারা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে শরীক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩২
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. শরীক রাষ্ট্র এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয়-পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষকরে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে :

ক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;

খ) তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সক্ষমতা-উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থনদান করে;

গ) গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;

ঘ) সহজলভ্য ও ব্যবহার-উপযোগী সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিত করাসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে।

২. এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্রের নিজ-নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

ধারা-৩৩
জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদের বাস্তবায়ন, উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে, যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ, একটি কর্মকাঠামো সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এই ধরণের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় শরীক রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মৌলনীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে।

৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারি সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

ধারা-৩৪
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি "কমিটি" হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় বার জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ষাটটি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ছয়টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ আঠার সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে।

৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁরা সুউচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তাঁরা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে শরীক রাষ্ট্রকে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ শরীক রাষ্ট্রের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বণ্টন, বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহের প্রতিনিধিত্ব, ভারসাম্যমূলক লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে।

৫. শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস পূর্বে, জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এর পর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের নাম মনোনয়নদানকারি শরীক রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ-পূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করবেন।

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাঁরা কেবল একবার পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয় জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে-সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

৮. কমিটির ছয়জন অতিরিক্ত সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

৯. যদি কমিটির কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি আর তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সেক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্র তাঁর স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকিসময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

১১. জাতিসংঘের মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্বের বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন।

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদি ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

ধারা-৩৫
শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র সেই প্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখ-পূর্বক জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ পরবর্তীতে ন্যূনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যেকোন সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্যনীয় বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. কোন শরীক রাষ্ট্র কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লিখিত তথ্যাবলী পুনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারি উপাদানসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

ধারা-৩৬
প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ওপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে। শরীক রাষ্ট্র পছন্দসই যেকোন তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরেও শরীক রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোন তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে।

২. যদি কোন শরীক রাষ্ট্র প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষ্যণীয়রূপে বিলম্ব করে, তাহলে

প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এরূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে শরীক রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সেক্ষেত্রে এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

৩. জাতিসংঘের মহাসচিব সকল শরীক রাষ্ট্রের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

৪. শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ-নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এইসকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে।

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

ধারা-৩৭
কমিটি ও শরীক রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এই কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

ধারা-৩৮
অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে :

ক) বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি, তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য

আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদের বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে।

খ) কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

ধারা-৩৯
কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেইসাথে কমিটি শরীক রাষ্ট্রের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পারমর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে শরীক রাষ্ট্রের কোন মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ধারা-৪০
শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোন বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে ।

২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা শরীক রাষ্ট্রসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

ধারা-৪১
সংরক্ষক

জাতিসংঘের মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-৪২
স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৩
সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৪
আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই সনদে "শরীক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরণের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই সনদের ৪৫ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ৪৭ নম্বর ধারার ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। সনদের কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরণের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-৪৫
কার্যকারিতা

১. এই সনদ বিশতম অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদন লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

২. সনদে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুস্বাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতিজ্ঞাপনের পরে, এ ধরনের সর্বমোট বিশটি সমর্থন অর্জিত হলে, প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্রের সম্মতিজ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

ধারা-৪৬
আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যেকোন সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

ধারা-৪৭
সংশোধনী

১. যেকোন শরীক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরণের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরীক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরীক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

অতঃপর, যেকোন শরীক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরীক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

৩. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন সংশোধনী, যা একান্তভাবে ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর ধারার সাথে সম্পর্কিত, দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

ধারা-৪৮
সমর্থন প্রত্যাহার

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোন শরীক রাষ্ট্র এই সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে তথা তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। এই শরীকানা বা সমর্থন প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা-৪৯
সহজে ব্যবহার উপযোগী শৈলী বা ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ শৈলী বা ফরম্যাটের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা-৫০
প্রামাণ্য পাঠ

এই সনদের আরবি, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হয় :

ধারা-১

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক রাষ্ট্র ("শরীক রাষ্ট্র") স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটির ("কমিটি") কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদের বিধিবিধান লঙ্ঘনের শিকার হিসেবে দাবিদার এখতিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট হতে বা তাদের পক্ষে অভিযোগ গ্রহণ এবং বিবেচনা করার যোগ্যতা রয়েছে।

২. সনদের শরীক কিন্তু এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক নয় এমন কোন রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ কমিটি গ্রহণ করবে না।

ধারা-২

কমিটি কোন অভিযোগকে অগ্রহণীয় বলে বিবেচনা করবে যদি :

(ক) অভিযোগটি বেনামি হয়;

(খ) অভিযোগটি অভিযোগ দায়ের করবার অধিকারের অপব্যবহার হয় কিংবা সনদের বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(গ) কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে পরীক্ষিত একই বিষয় অথবা তা অন্য কোন আন্তর্জাতিক তদন্ত বা সালিশ কার্যক্রমের অধীনে পরীক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে;

(ঘ) বিদ্যমান সকল স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থাদির দ্বারস্থ না হয়েই করা হয়। এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না যদি স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থার ফল পেতে অযথা বিলম্ব হয় অথবা তা থেকে কার্যকর সমাধান পাবার সম্ভাবনায় সন্দেহ থাকে;

(ঙ) অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই করা হয়ে থাকে। কিংবা যদি;

(চ) সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রের প্রতি অভিযোগের ঘটনাবলী এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবার পূর্বে ঘটে থাকে, যদি না সেই সকল ঘটনা উক্ত তারিখের পরেও চলতে থাকে।

ধারা-৩

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ২ নম্বর ধারার বিধানাবলী অনুসারে, কমিটি তার নিকট গোপনীয়ভাবে প্রেরিত কোন অভিযোগ বিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অভিযোগপ্রাপ্ত রাষ্ট্র ছয় মাসের মধ্যে কমিটির নিকট ঘটনার ও তার সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকলে, তা সহ লিখিত ব্যাখ্যা বা বিবৃতি প্রেরণ করবে।

ধারা-৪

১. অভিযোগ প্রাপ্তির পরে যেকোন সময় এবং অভিযোগ আমলযোগ্য কিনা তা বিবেচনায় নেবার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য অপূরণীয় ক্ষতি এড়াতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য যথোপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারবে।

২. এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা বা আমলযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিটির স্বীয় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-৫

কমিটি এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান বিষয়ক কোন অভিযোগ পরীক্ষা করতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবে। অভিযোগ বিষয়ে যদি কোন নির্দেশ ও সুপারিশ থাকে তবে কমিটি তা সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র ও আবেদনকারির বরাবর প্রেরণ করবে।

ধারা-৬

১. কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহের গুরুতর বা ক্রমাগত লঙ্ঘনের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে সহায়তার এবং উক্ত তথ্য সংক্রান্ত মতামত প্রদানের আহ্বান জানাবে।

২. সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত কোন মতামত বা প্রাপ্ত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বিবেচনা করে ঐ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা ও জরুরি ভিত্তিতে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটি তার এক বা একাধিক সদস্যকে নিয়োগ করতে পারে। তদন্তের প্রয়োজনে এবং সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ঐ রাষ্ট্র পরিদর্শনও এরূপ তদন্তের অংশ হতে পারে।

৩. এরূপ তদন্তের ফলাফল যাচাইয়ের পর কমিটি তার মন্তব্য এবং সুপারিশসহ তা সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে।

৪. কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তদন্তের ফলাফল, মন্তব্য ও সুপারিশ পাবার ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র কমিটিকে তার অভিমত অবহিত করবে।

৫. এরূপ তদন্ত গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হবে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে শরীক রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হবে।

ধারা-৭

১. কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ৬ নম্বর ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ, সনদের ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তার প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

২. কমিটি, প্রয়োজনবোধে, ৬ নম্বর ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর কোন সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এরূপ তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থামূহের ব্যাপারে কমিটিকে অবহিত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

ধারা-৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান স্বাক্ষর বা অনুস্বাক্ষরের সময় বা পরবর্তীতে এর শরীক হবার সময় কোন শরীক রাষ্ট্র ৬ ও ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত কমিটির যোগ্যতা অস্বীকারের ঘোষণা দিতে পারবে।

ধারা-৯

জাতিসংঘের মহাসচিব এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-১০

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-১১

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যারা সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা সম্মতি প্রদান করেছে কেবল সে সকল রাষ্ট্রই এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুস্বাক্ষর করতে পারবে। এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের মধ্যে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ অনুমোদন করেছে বা তাতে সম্মত হয়েছে, তাদেরকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিতে হবে। যেসব রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা ইতোমধ্যেই সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিয়েছে বা তাতে সম্মত হয়েছে কিন্তু এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান স্বাক্ষর করেনি, তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-১২

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে উল্লিখিত "শরীক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরণের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ১৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী তাদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরণের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা,

বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-১৩

১. সনদ কার্যকর হওয়া সাপেক্ষে, অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের দশম দলিল জমা হবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবে।

২. এরূপ দশটি দলিল জমা হবার পর এই বিধিবিধান অনুস্বাক্ষরকারি বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন প্রদানকারী বা এতে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার ক্ষেত্রে, তাদের নিজ নিজ দলিল জমা দেবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান কার্যকর হবে।

ধারা-১৪

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যেকোন সময় তুলে নেয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫

১. যেকোন শরীক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরণের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরীক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরীক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

অতঃপর, যেকোন শরীক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরীক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

ধারা-১৬

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোন শরীক রাষ্ট্র এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ ও তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। সমর্থনের প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা-১৭

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট বা শৈলীর মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা-১৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আরবি, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে স্বাক্ষর করলেন।